337

337

MĀITI (Pratāpacandra)

Svarāja-saṅgīta.

Calcutta: A.C. Maiti, [1931?].

[49]-96 p. 18 cm. (Svarāja-pathe Sirija nam 2)

Comprises parts 4-6 of a collection of nationalistic poems, written between 1925 and 1930, including elegies on Yatindranath Das and Deshbandhu Chittaranjan Das.

PP Ben B 63-64; PIB 183/28

NATIONAL ARCHIVES

বন্দেমাতরম্

স্বরাজ-পথে সিরিজ নং ২

স্বরাজ-সঙ্গীত

স্বাধীনতা মানবের জন্ম-অধিকার।
যে জন বঞ্চিত তাহে হীন ভাগ্য তার॥

"প্রতাপ"

শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র মাইতি

মূল্য ।৵৩ ছয় আনা।
এক ডজন ৵০ এক আনা মাত্র।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

P.P. 183/28

বন্দেমাতরম্

স্বরাজ সঙ্গীত

—:০:—

(৬৩)

জীবন কুহেলী ভেদিয়া
সে যে গো গেছে চলিয়া
নির্ম্মল সুদূর দেশে।
মিলনের বাঁশী বাজায়ে
স্বপনের পরী আসিয়ে
নিয়ে গেছে তা'রে গানে গন্ধে হাসে।
আমরা কে তা'র কেন বা কাঁদি—
বেঁধে রেখেছিনু শক্ত বাঁধনে
পলকে না নদী,
স্ফীতির তাড়নে উঠি উছলিয়ে
গভীর স্বননে দুকূল ছাপিয়ে
বাঁধ ভেঙ্গে গেছে মহানদীতে মিশে॥

(দেশবন্ধু দাশের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত শ্রদ্ধানন্দ পার্কে শোক সভায় গীত)

(২৬ জুন, ১৯২৫ সাল)

———

ARCHIVES OF INDIA
NATIONAL

যতীন! তুমি জয় করেছ সংসারে।
মরণ তোমায় নিতে এল আঁধার জলে গেছে ভিজে ॥
তবেতে শেষ আত্ম-ত্যাগের করুণ কাহিনী,
অমর করি রবে পূর্ণ দিন-যামিনী,
থেকে তুমি তারতরাজের কায় গৃহমাঝে,
মরণ নিলে বরণ করে বিশ্বজিতের কাজে।
আত্ম-ত্যাগে তুমি দধীচির সম,
উদিলা ভারতভূমি পেছ বীরোত্তম,
তোমার ব্রত বল হয়ে রাজবে ওদের বুকে,
দিবে ব্যথা শূলে সে পাপে অসুর রাজে ॥
যাও হে যতীন সেই দেশেতে নাইক যেথা মৃত্যু-ভয়া,
উচ্চ শির নাই ভগ্ন তথা আলোক বাতাস সত্যে ভরা,
যদি পিশাচ পুত বারি রাখবে তোমায় স্নাত করি,
সদা কর উপভোগ পরিজাতের মাঝে ॥

(১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৯ সাল)

---

(৬৫)

তোমারে জনমি সেথেছ পূজেছি
চিরদিন সাধিব পূজিব।
তব ধূলিকণা দিয়াছে জনম
তোমারেই ভাল বাসিব ॥
তোমারি শোণিত বহে ধমনীতে
সঁপেছি জীবন তব আদর্শেতে
যদি আলোকের তোমারি জ্যোতিতে
(তব) চরণ-সরোজে বিহরিব।
জ্ঞান-তরিপথে কার বিচরণ
যবনি অতার তব স্মরণ
দীন-সেবাব্রত করিয়া গ্রহণ
কর্ম্মপথে [illegible] চলিব ॥

ARCHIVES OF INDIA
NATIONAL
NAM

ধর অর্ঘ্য দেবি দীন সন্তানের
ব্যথিতের ব্যথা এ অধিকারের
হ'লে প্রয়োজন কঁধির প্রদানে
জীবন সার্থক করিব ॥

(১লা ফাল্গুন, সন ১৩৩৬ সাল)

---

(৬৬)

দেশ দেশ কর কি
এ দেশ তোমার কি
তুমি এ দেশের কেউ নও কেউ নও ।
এ দেশ তোমার হলে
ভাসিতে না আঁখিজলে
অন্নবস্ত্রহীন হয়ে যে দুখ নিতি সও সও ॥
নিজ বাসভূমে তুমি পরবাসী
খাও দিলে পর না হলে উপবাসী
পরের প্রসাদ তরে
দিবা নিশি করযোড়ে
আছ বলে যাই দেয় তাই মাথে তুলে নাও ॥
জনমি' তুলোয় দেশে বসন তরে
হাত পেতে আছ বিদেশীর দ্বারে
ধিক ধিক শত ধিক
কি আর কব অধিক
এখনো সময় আছে ঘরে ফিরে যাও যাও ॥
নদীমাতৃক ভারত তবু এ দেশে
লবণের কর দাও প্রতিটি শ্বাসে
মানুষ না মেষ তুমি
রক্তহীন কি বমনী
(তবে) অন্যায় সহিতে তব বল নয় বল নয় ॥

(৩১শে ফাল্গুন, ১৩৩৬ সাল)

---

(৬৮)

ওরা চলে আগে আগে তুমি চল পেছনে।
ওরা বলে মরবে তুমি যেন কি তোমায় মরণে॥
যারা আজি আইন অমান্য,
যোগ দিয়েছেন পর মাস,
ক্ষুব্ধ তুমি হও হে বশ,
যোগ দিয়ে এই আন্দোলনে।
সবাই দিলে প্রাণ আহুতি
তুমি বেঁচে একা করিবে কি,
তখন তোমার প্রাণের মূল্য
হবে সমান কা চ: সনে।
কত সাধক এই সাধনায়
দিয়াছে প্রাণ উন্মাদনায়
ওগো তরুণ সেই প্রেরণায়
এ'পরে এসো সন্ধি'
ফেলে কেন বিলাস-প্রাসাদ,
কেন হীন অবসাদ,
ভেঙে এসো মায়ার কারা
মুক্তি আলোর অন্বেষণে॥

(২৩শে চৈত্র, ১৩৩৬ সাল)

———

(৬৯)

বাজারেতে বার্তা দিতে এলে এতোদিনে।
এলো বুঝি বন্দরীর হিত সাধনে॥
এলে এতো দিনে—
তবুও তোমার তৈরী যেমন
বাজারেতে হয় তেমন,
দোষ দিতে নাই অমাত্যের তত অধিষ্ঠানে॥
এলে এতোদিনে—

ধর্ম্মঘাতে কর তুমি নবল গোলা আক্রমণ,
আদর্শ করবে তব বাঙ্গালাও অনুকরণ,
করবে সময় অমর সেথা জীবন মরণ পণে ॥

এলে প্রত্যেদিনে—
(১৬ই চৈত্র, ১৩৩৬ সাল)

———

(৬৯)

বেশ করেছি নূন মেরেছি
তোদের বাবার কি ?
মোদের মায়ের বুকের রসে
তোদের কি দাবী ?
মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নিয়েছি,
কুটীর শিল্পে মন মজেছে
চলবে না ত বুজরুকী ॥
মোদের মায়ের পায়ের ধূলোয়
মূল্য অপার বুঝেছি,
তাই নিয়ে আজ হাজার হাজার
ধনী বনিক বিদেশী ॥
করেছি পণ দেবনা নবণ
আসবে কে আর সেথি,
যাণা দিতে যদি হয় দিব তা'—
আদেশ দি'ছেন গান্ধীজী ॥

(২৫শে চৈত্র, ১৩৩০ সাল)

———

(৭০)

মাঝে মাঝে একি নবীন স্পন্দন
হৃদয় মাঝে জাগরণ!
এই যায় নিশা এই তো যায় না
উদেও উদেনা তপন॥
পূরব গগনে ফুটেছে লালিমা,
তাহার পরশে টুটেছে কালিমা,
শঙ্কিত নন্দিত বন মুখরিত
চঞ্চল-গগন-পবন।
নয়ন মেলিয়া হের চারি ধারে
স্বাধীনতা-রবি প্রতীচোর দ্বারে,
ভারতের ভালে কবে উদিবেরে
নাশিবে মসী-আবরণ॥

(১লা বৈশাখ, সন ১৩৩৭ সাল

———

(৭১)

লোপায় স্বপন ভাঙবে ওদের
দেখবে চোখে সরসে ফুল।
ব্যবসাদারের ব্যবসা গেলে
অকূলে তার পাওয়া কূল॥
যারা আজি পড় বলে
করছে পীড়ন পলে পলে,
তারা একদিন সময় এলে
দিবে এ ভুলের পূরো মাশুল॥
নীতি-নীতি-প্রথাপ্রীতি
নাইকো যাদের তাদের গতি
কুক-কস বহুবৎশ
সয় হবে নাই কোনো ভুল॥

আজি যারা 'নব্যাগত
পর হস্তে নিপীড়িত
সময় এলে তাদের প্রতি
হ'বেন বিধি অনুকূল ॥

(২রা বৈশাখ, ১৩৩৭ সাল)

---

(৭২)

শুনোনা কারও কথা।
গান্ধী যে আর কেহে ক— ?
সবরমতীর ঋষিঠাকুর
ত্যাগের শুরু মহাশয় ॥
কেন মুসলমান—
আজ পিছিয়ে গিয়ে সবে
হ'লে হত মান,
কুমন্ত্রনা দিয়ে কেবা ঘুরিয়ে দিল মাথা ॥
হিন্দু মুসলমান—
হোক না আচারে বিচারে পৃথক
এক মায়ের সন্তান,
উভয়ের একই স্বার্থ পূর্ণ স্বাধীনতা ॥

(৩রা বৈশাখ, ১৩৩৭ সাল)

---

(৭৩)

তোদের ভাবনা কি আর বল ?
উঠেছে রোল আইন অমান্যের এ সমুদ্র-হিমাচল ॥
ব্যোমকেশির রক্ত চক্ষু, পথে ঘুরে যে সনসান,
ভাবতে আঁধার ঘনিয়ে আসে দশা হল অবসান,
করিস না ভয় ক্ষেত্র উঠে বয় অ-বৃক্ষ ধরবে ফল

ভারতলক্ষ্মী বন্দী আছে ইংলণ্ডের রাজ-কারাগারে,
জননী নাই ব'লে তোদের আজ নাইতো ঘরে,
(ওরে) আন ফিরিয়ে জীবন দিয়ে ওরে তীর এগিয়ে চল।
মিতে মায়েরে ফিরিয়ে ঘরে চের করেছিস তোষামোদ,
কিবা লক্ষ লাথি চের খেয়ে হস নিবি নাকি তার প্রতিশোধ,
আলো—"কালো' 'নেটিভ' 'নিগার" বাংলা জুড়ে সমরানল॥

(৪ঠা বৈশাখ, ১৩৩৭ সাল

---

(৭৪)

হাড়বোনাতো নূনের মঠো
পারিস যদি মেরে নে।
বিচার কেমন সভ্য জাতির
দেখায় সভা দেশের জনে॥
তোমরা বোঝ আলীনতা
দেশের প্রাণ ক'মতা,
মোদের বেলা রাজদোহিতা
দেশের জিনিষ খেলে কনে॥
কোন্ ইংরাজ পরে ধনে
ভারত তৈরী কাপড় কিনে,
পাওনা মাপা সব নিজের দেশের,
যাদের হাত পা বাঁধা আইনে।
তোমার কাছে শেখা ইংরাজ
জাতীয়তার মর্ম যে কি,
জেলে দিবে দাও শুঁদ তব
সইবো সবই সুখে প্রাণে॥

(৫ই বৈশাখ, ১৩৩৭ সাল)

---

(৭৫)

মোদেই কবি আইন-অমান্য
তোমরা কি তা' করনা?

ARCHIVES OF INDIA NATIONAL

তোমরা কর শাসন তাহার
তোমাদের শাসন কি হবে মা ?
মোরা ছুটি প্রাণের দায়ে,
তোমরা মার পেছন ধেয়ে,
কার অপরাধ বেশী তায়—
নীতির বচন হিঁড়ো না ॥
যেথায় সেথায় গুলি চালান
পিউনিটিভ্ পুলিশ বসান
তালিয়ানওয়ালাবাগের কাণ্ড
রাজার কাজের নমুনা ॥
শক্তিমান শাসক বিধায়
তোমাদের কাজ বেশ শোভা পায়,
গরীব ছোট বলে' তারও
সাজার বহর দেখ না ॥
শক্তিমানের শক্তি যিনি
দিচ্ছেন তিনি দেখছেন সব,
সময় এলে তাঁর বিচারে
উচ্চ শির ও থাকবে না ॥
তোমাদেরই তৈরী যে আইন
তোমরা কেন মান না তা',
পুলিশের কাজ সাক্ষী তাহার,
হয়ব কি আর আলোচনা ॥

(৬ই বৈশাখ, ১৩৩৭ সাল)

শির দেবো তবু মহাত্মাজীর
আদেশ মোরা মানব রে।
যতেতো আছি মোরা
সত্য বচন শেষ মানা রে।

ARCHIVES OF INDIA NATIONAL

দু'টি পয়সা পকে আর যার
কি খেয়ে সে দিন কাটাবে,
ট্যাক্স দিতে হয় অর্ধেক ব্যয়
বাকী পয়সায় কিবা হবে ;
পলে পলে যেন মরণ ভূতের
চরণাঘাত সহ করে',
কি ফল বেঁচে, মরবো মোরা
মহামানবের চরণ স্মরে' ॥
দেশের দুঃখ বাড়লো দেখা
দেশ ডুবেছে অতল তলে,
উদ্ধার তার হবে এবার
নররক্তের ঢেউ বহিলে ;
গিয়াছে দুদিন এসেছে সুদিন
আলিপনা দাও আঙ্গিনাতে,
বয়াজ-তপন উদিত উন্মুখ
দিতেছে পবন বারতারে ॥

(৮ই বৈশাখ, ১৩৩৭ সাল)

---

(৭৭)

মোরা দাঁড়িয়ে দেবো মাথা।
থাকবে না ক মোদের হাতে একটী অস্ত্রও ভোঁতা।
এমন কি এক গাছি লাঠি,—
যাদের বংশ ধ্বংস হেতু
যা' দিয়ে যেতাম নিদেন নয়া ইয়ং পাটি,
থাকবে না ক তাও কেবল খদ্দর কতোয়াটী,—
আইন ভাঙ্গে মহাহবের আয়োজন যা' ॥
এ আন্দোলন করিতে ধ্বংস,—
চালাবে তা যতই কামান
তবু মোরা সইব তাহা থাকব অহিংস,

কেবল সেই রাজাধিরাজে করব পূর্ণ জয় মাঝে,
ধরবো হাতে নির্ভয়েতে লাঠীর যুগের জয়-পতাকা।
মোরা দাঁড়য়ে দেবো মাথা॥

——— (৯ই বৈশাখ, ১৩৩৭ সাল)

(৭৮)

স্বরাজ-পথযাত্রি! তব যাত্রা হোক সার্থক!
পুরোভাগে তব রয়েছেন গান্ধী—
যুগধর্ম-প্রবর্ত্তক॥

মায়ার শৃঙ্খল ছেদিয়া
প্রগাঢ় তমিস্র ভেদিয়া
হয়েছে বাহির বীর রণধীর
ব্রত্তাহিংস-সমর্থক॥

ভীমূত গভীর গরজে,
প্রকাশে বাহিরা বরজে,
বারি ঝর ঝর আঁখি নর নর
কালক্ষেপ নিরর্থক॥

——— (১০ই বৈশাখ, ১৩৩৭ সাল)

(৭৯)

সহ কর সহ কর সব নির্য্যাতন।
ইংরাজের ব্যক্তিচারী নীতির শাসন॥
নারীর ক'রে অপমান, করি' কেশ আকর্ষণ,
সবংশেতে মজেছিল দশানন ও দুর্য্যোধন.
এখন যারা বাণীর অঙ্গে করছে যে ভাই বেলাঘাত
জেনো নিশ্চয় তাদের হবে বিধি-বিচারে ভয়াল পতন।
জননী-ভগিনী-নারীর কে আছে যে ধরে পীড়ন,
পূর্ব্বে তার মৃত্যু আনি' দিক যবনিকা ঘন,
দিলে শির হবে নত উচ্চ শির গরবীর,
নির্ব্বিকারে নির্ব্বিবাদে কর পাতীর আদেশ পালন।

(১২ই বৈশাখ, ১৩৩৭ সাল)

———

(৮০)

ওগো সাধক তুমি কি ও ধন চিনে !
কোথা ছিল এ কোন্ অজানা
লোক-লোচনের অন্তরালে ॥
(তোমার) অহিংস অসহযোগ—
মিটির দুর্বল সুযোগ,
করিলে সাধনা এ যোগ
ভয় থাকে না ভূমণ্ডলে ॥
গোলা-গুলি-কামান—
তার কি মোদের সে সরঞ্জাম,
হিংসানীতি বড়ই পুরাণ
চলবে না আর এ কালে ॥
দুর্ব্বলের বল ভগবান
এ নীতির না হবে অপমান,
মাথা দিয়ে মাথা কেনা
নব নীতির নব চালে ॥

(১২ই বৈশাখ, ১৩৩৭ সাল)

———

জাগো প্রতি গৃহে জননি ভগিনি
নেহার নয়নে নূতন ছবি।
আলো করি দিশি, হাসে রবি-শশী,
গাহে দিগাঙ্গনা পূরবী ॥
অতীতের স্মৃতি কেন বা ভুলিলে,
বিলাস-লালসে কেন ডুবেছিলে,
দাঁড়াও যথায় পূতিবে যতনে
বিশ্ব দিয়ে পদে ভক্তি-কুরবী ॥
আপন জ্যোতিতে আপনি ফুটিয়া
হাসে সরোজিনী• যথায় আসিয়া,

• সরোজিনী নাইডু ধর্ব্বানা নবাব গোলা আক্রমণে তৃতীয় সেনানায়িকা।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

দেশহিতব্রতে আত্মপ্রাণ দিতে
নহেন কাতরা তিনি যে দেবী।
ভারত বীর রমণীকুলেশ্বরি,
তব কীর্ত্তিকথা তুলিল [illegible] ধ্বনি,
ধমনীতে বহে রক্ত কণা তারি,
প্রাণ দিতে বলি আকুলা কি তাবি ঃ

(১৪ই বৈশাখ, ১৩৩৭ সাল)

———

(৮২)

বিচার কে করবে মোদের নিরপেক্ষ কে আছে ?
যাঁর বিচারে ভুবন ডরে তাঁর আঁখি কি ঘুমিয়ে গেছে !!
কংসরাজের কারাগারে, দৈবকীর আঁখিলোরে,
সৃষ্টি যাঁর হয়েছিল কংসের ধ্বংসের তরে,
কোথা আজি কোথা তিনি, পূর্ণ কেন কারাভূমি
অনিমেষ আঁখি তাঁর দেখিতে কি ভুলে গেছে ?
দাপরের করুণ গাথা, পুস্তকের চিত্রে আঁকা,
রহিবে কি চিরদিন কল্পনায় মসী ঢাকা,
বাস্তবে করিতে তারে পরিণত এসো বারে,
সুদর্শনে নাশ তারে বিশ্বে ত্রাস যে দিতেছে।

(১৫ই বৈশাখ, ১৩৩৭ সাল)

———

(৮৩)

আইন অমান্য মহাসমরে
মেদিনীপুর নয় পেছনে।
বীরপুত্র বীরেন্দ্র তার
কেন হে তবে গোপনে !
তুলিয়া ইউনিয়ন বোর্ড,
করেছিলেন ছিন্ন নিগড,
তাঁরি বজ্রবাণী কেন
আজ না পশে শ্রবণে॥

পিছাবনী নয়ঘাটে,
হাটে বাটে ঘাটে, মাঠে
ময়নাতে তার সন্নিকটে
যা' ঘটে নীলায়-দেখ নয়নে ॥
ইংরাজের একি বিচার,
নারীর উপর লাঠির প্রহার
অহিংসের প্রতি এ ব্যাভার
আছে কোন্ দেশের বিধানে ॥
অস্ত্রহীনে অস্ত্রাঘাত,
সত্য জাতির মহাপাপ,
দিয়ে অস্ত্র অরি করে
করতেন যুদ্ধ আর্য্যগণে ॥
তুমি হে বীরেন্দ্র বীর্য্যাগ্রগণ্য,
এসো এ সময়ে করতে ধন্য
স্বরাজবাহিনী হবে হে পূর্ণ
নিশ্চয় তব আগমনে ॥

(৩ই বৈশাখ ১৩৪১ সাল)

---

(৮৪)

এলো সুখ ধরা এলো।
পকেটে হাত পড়েছে দেখবে না আর পরার ভালো ॥
ভাববে এবার নূনের হাঁড়ি ঘরে ঘরে দিয়ে হানা,
তা' বলে তাই হয়কী দেখে চমকালে তো চলবে না,
ধরবে ওরা মারবে ওরা নেবে কাঁচা মাথাগুলো ॥
বাংলার তরুণ-তরুণী গো এবার বড় শক্ত পালা,
যাবতে দেয়া বলতে হবে হাসি মুখে বীরের খেলা,
দেহের বাঁধন প্রেমের বাঁধন মায়ার বাঁধন ছিঁড়ে ফেলো ॥

(১৮ই বৈশাখ, ১৩৩১ সাল)

ARCHIVES OF INDIA
NATIONAL ARCHIVES

(৮৫)

ভেজোনা নীতির প্রাচীর আলগা হবে সব।
যে যেখানে পারবে এসে লুটবে সব বিভব॥

—আলগা হবে সব।

খোলা পুরী আগ্নিছুরি শুনবে কে তোমার,
আলোকমালা আবে নিতে ধিরবে ঘন অন্ধকার,
(নিয়ে) পড়বে সরে যে যা' পারে ধরে রাখা অসম্ভব॥

—আলগা হবে সব।

দেখ চেয়ে কত জনে ওঁৎপেতে আছে,—
কি দাঁড়ায় রাজার প্রজায় দেখে সুযোগ খুঁজতেছে,
শক্তির গরব করোনাহে শক্তিমানের নাই অভাব॥

—আলগা হবে সব।

দেশের শাসন ছেড়ে দিলে দেশের লোকদের,
কে এমন অবুঝ আছে করবে নিন্দা তোমাদের,
ভেবে দেখ বুঝে দেখ এ যে জাতির মুক্তি-আহব॥

—আলগা হবে সব।

(১৯শে বৈশাখ, ১৩৩৭ সাল)

(৮৬)

ধন পেয়েছ যেমন তুমি মান তো তেমন পেয়েছ।
কেন তবে চোখের নেশায় পরের দ্বারে দাঁড়িয়েছ !!
ফিরে এসো ঘরের ছেলে মানে মানে আপন ঘরে,
কুটীর তোমার 'আলাদিনের প্রদীপ' বলে মনে করে',
যখন যেটা চাইবে তুমি, জ্বাললে প্রদীপ পাবে অমি,
কুড়ের বাদসা হয়ে ধনমান হাতে পেয়েও হারিয়েছ॥
তোমার ঘরের জিনিষ চিনে নিচ্ছে তোমায় বদলে রূপ,
বিলাতী গন্ধে বিভোর তুমি কিনছো তারে হয়ে বেকুব,
জেগেও জাগনা, দেখেও দেখ না, শুনেও শুন না বেআদুব চুপ,
(যেন) নির্ব্বিষ ভুজঙ্গ মরে পরাধীনতে তুমিও তেমি মরেছ॥

(২০শে বৈশাখ, ১৩৩৭ সাল)

———

(৮৭)

কি আর রেখেছ বাকী ?
যা' ছিল দেশের সবই মিশে গেছ
পড়ে আছে শুধু মাটী ॥
পায় যা লইতে ছাই পড়ে আছে,
লইলে লাগত আরো বাড়িত যে,
এতো মিশে তবু শান্তি নাহি চিতে,
দেহি দেহি রব দিবস নিশি কি ॥
কঙ্কালটুকু আছে সারতের,
রেখেছ দয়াল তাই বলি ঢের,
লুকোচুরি খেলা খেলেছ অনেক
দেখায়ে কলা আর বিওনা ফাঁকি ॥
করি অনুরোধ কথাটী রাখ,
বেশাৎ বেচারী পায়ে ঠেলোনাক,
যা' সিয়াছে গেছে আর নিয়োনাক,
এবার করহে শাসন খাটি ॥

(২১শে বৈশাখ, ১৩৩৭ সাল)

Printed by A. C. Maiti at the "Damodar Printing Works"
at 104, Amherst Street, and published by the same at
208|2G, Cornwalis Street, Calcutta.

ARCHIVES OF INDIA NATIONAL

স্বরাজ-সঙ্গীত

মঞ্চপ

কে তোদের দেখবে ওরে বলনা আমার চাষী ভাই।
গ্রামের যত শিক্ষিত লোক তা'রাতো আর গ্রামে নাই।
তারা বি, এ, এম, এ, পাশ করেছে—
চাকরীতে সব মন দিয়েছে,
রইলো গেল জন্মভূমি দেখতে তাদের সময় নাই॥
গ্রামের ধনী গ্রাম ছেড়েছে,
সহরে সব বাস করেছে,
চাষের জমি রইল পতিত, হকুম—কেবল খাজনা চাই॥
নদী নালায় জল চলেনা,
বর্ষায় জন্যে শেওলা পানা,
প্রতি বছর বানের হানা, কি খেয়ে আর প্রাণ বাঁচাই॥
চাষ না করে করবো কি আর,
মরি বাঁচি ভাই করেছি সার,
যা' ফলে দিয়ে মহাজনেরে খাঁটী ফুলো নিয়ে ঘরে যাই॥

(৪ঠা ভাদ্র, ১৩২৯ সাল)

ARCHIVES OF INDIA NATIONAL

(৮৯)

যদন ভরে বল সবে বন্দেমাতরম।
ফুরা'ল কেটে ও তোর মানব জনম ॥
কাল গেল বয়েরে তোর হলনা সকাল,
যে আঁধারে সে আঁধারে এখনো জঞ্জাল,
চেয়ে দেখ ভাই নাই তোদের আর ধরম করম
আজি কালি করেরে তোর কেনা কাপড় ফুরাবেনা,
মনে মুখে এক নয় তুই প্রাণ ভরা তোর ছলনা,
জাতির সাথে ছলনাতে হয় না করে তোর সরম।

(১ই ভাদ্র, ১৩২৯ সাল)

---

(৯০)

আর যাবনা পরের দ্বারে ভাববো না আর পরের মাকে
তাকায় না আর নয়ন বারি পরের মাকে ডেকে ডেকে ॥
তাঁর ক্ষমতার বাঁধন টুকু নিজের ছেলের তরে শুধু,
পরের ছেলে মরুক বাঁচুক কথাটী তাঁর নাইকো যুখে ॥
পর দেনা আপন কভু, জেনে শুনে ও যে মরি তবু
পরের রূপে মজবো না আর ধরবো আপন বৈশিষ্টকে ॥
রাজধানীর এ বিশাল আসন ঘিরিয়ে দিয়ে পরের মাকে
দাসী বাঁদীর মত রেখেছি অন্ন দাত্রী অসহীকে ॥
ধিক্ আমাদের ধিক্ জীবনে, যখন হাসি এ অপমানে,
দেখ বিচারি' আপন মনে—কি শেল বেঁধা আমার যুকে ॥

(১১ই ভাদ্র, ১৩২৯ সাল

(৯১)

হের বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা।
বীর বংশধর তোরা আজি কেন আড়ষ্টরা।
বীরপুত্র উঠ বীর, ত্যজ নিদ্রা শতাব্দীর,
দিতে হবে উষ্ণ রুধির—মায়ের ডাকে ছেড়ে সাড়া॥
বিলাস-নেশা দূরে নিয়ে, দাঁড়া সাজা মানব হয়ে,
ডাক এসেছে ওই শুনেনে অষ্ট-বধির নয়তো তোরা।

(১লা আশ্বিন, ১৩২৯ সাল)

---

(৯২)

একই মায়ের স্নেহের ছাওয়াল আমরা হিন্দু মুসলমান।
একঘরে বাস উভয় ভ্রাতার একই কোলে দু'য়ের স্থান॥
এক ভাই ভজে খোদা তাই অন্যে ভজে হরির নাম,
যেই আল্লা সেই হরি ভাই কেউ করোনা ভেদ জ্ঞান॥
বারেক ভেবে দেখনা চেয়ে দেশের কিবা পরিণাম,
আজ যদি হও ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই কালকে হবি অপমান,
হাসবে বিদেশী প্রেম হাসি তখন কিসে বাঁচাবি প্রাণ।
ভারত তোদের তোরা ভারতের অন্যের কিবা অধিকার,
থাকতে পায়না আপন ভাইয়ে যে ভুলে সে আপন আর,
থাকবি যদি দুজাই সুখে এক সুরে গা এক গান,
আকাশ পাতাল বধির করে খোদার রাজ্যে উঠাও তান।

(স্বদেশী চশমা, ২য় বর্ষ হইতে উদ্ধৃত)

ARCHIVES NATIONAL

রাখিতে দেশের মান কে দিবেরে আজি প্রা
দেশসেবক ব্রতে হয়ে আগুয়ান।
কে মুছাবে অশ্রু কণা' জননীর আঁখিবারি
শান্তিজলে জুড়াবে কে তাপিত পরাণ॥
বিজয়ীর ভেরী তান বাজে ওই ঘন ঘন
তোমরা নীরবে কেন তোল উচ্চে তান।
উঠুক সিন্ধুর নড়ে বিশ্ব কাঁপুক বজ্র-ঝড়ে
ফুলুক সাগর গর্জ্জে প্রলয়ের বান॥
তোমরা থাকিতে কেন হবে দেশ পরাধীন
অমৃতের পুত্র তোরা অমর সমান।
দৃঢ় করে অস্ত্র ধরি [illegible]
তোমাদের ভয়ে বিশ্ব হোক কম্পমান॥

'ভারতবীর' নাটকের তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য হইতে উদ্ধৃত)

বাঙ্গলা দেশের কাত্যায়নী মোরা জননী-ভগিনী।
(এ) হাতে রণেতে কালি মেখে সাধবো সবে সন্ন্যাসিনী॥
গৃহকাজে সাধবো না আর, কুৎসিত বড় এ সংসার,
(আর) গৃহকাজগুলো হাসবেরেও অধম হীন তা বেশ জানি।
নারীর ধর্ম যে দেশের মন রাখতে জানে না,
সে দেশ আবার স্বাধীন হবে এ যে কবির কল্পনা,
আমরা আনে নারী-শক্তি, পরদা প্রথায় তার যুক্তি;
ফুল বাসে ঘরিয়ে নারী—সাক্ষাৎ রণরঙ্গিণী।
শিরাজ শাতার ফুলবনে নারীর পানে চাইবে না আর,

মাতৃজ্ঞানে করবে পূজা, দূরে যাবে হীন কুসংস্কার,
শক্তি নারী নারী শক্তি মহিমাসুরমর্দ্দিনী,—
কিছুই হবেনা না জাগিলে নারী তত্ত্ব-বিভূষাভিমানী ॥

(লেখকের 'আমার জন্মভূমি' নাটকের ১ম অঙ্কের ৪র্থ দৃশ্য হইতে উদ্ধৃত)

———

(৯৫)

যদি দিতে চাও প্রাণ ধর্ম্মের তরে
এই তার অবসর।
তোমরা দুর্ব্বল ভাবিয়া সবল
হয়ে আসে ঐ অগ্রসর।
এ সুযোগ আর কভু কি আসিবে
প্রতি প্রাণ হেন পুন কি জাগিবে
যুক্তির আলোকে বালকে পুরুষে
সর্ব্ব বিশ্ব চরাচর।
ধর্ম্মের লাগি দিয়াছেন প্রাণ
শ্রদ্ধানন্দজী দেবতা সমান
ত্যাগের অসীম মহিমা দেখায়ে
নাশিতে হিংসা অত্যাচার ॥

(৮ই মাঘ ১৩৩৩ । ২১শা জানুয়ারী ১৯২৭)

———

(৯৬)

চড়ায় ঠেকেছে তরী চলিবেনা চলিবেনা
না এলে জোয়ার।

ARCHIVES OF INDIA NATIONAL

পথ ভুলে বেহালে এলে
কলবে কি বল এবার ॥
বাকি ছেড়ে বসল হাল
ঐ নাবিয়ে রাখল পাল
উতল হাওয়া আবোল তাবোল
বকে যাছে কত বার ॥
হাসবে মেয়ার মোহনা মেথে
করবে মুক্ত আঁধার থেকে,
সন্ধ্যাদেবী প্রদীপ শাঁকে
করে আরাধনা তার ॥
হাত রয়েছে তোমার তরী,
দেখো মাঝি বিপদ তারী,
গলুই তরা পারের যাত্রী
থেকো মাঝি হুঁসিয়ার ॥

(৬ । ১২ । ১৯২৮ সাল)

---

(৯৭)

অকূলে কাণ্ডারী
কোথা ওহে হরি
কর পার প্রভো
এ ঘোর দুস্তরে।
কর্ণধার বিনা
তরী মজমানা
তাবি তোমা বিনা
কে তারিবে পারে ॥
উতাল সলিলে ডুবিবি কাশরে

যার অনুচর ছুটিছে প্লাবনে
লীর্ণ তরীখানি
কি হবে না জানি
রাখ পদাশ্রয়ে
হয়ে মুয়ায়ে ॥
তব শক্তি বলে তরু যুনি তালে
পশু যে পিয়েছিল সাগর কল্লোলে,
এতো নাহি চাহি—
(শুধু) বারিধি-উপরে
তারিতে শকতি
দেহি কৃপা করে ॥

(২৩শা বৈশাখ, ১৩৩৭ সাল)

---

(৭৮)

নরক্ষয়ে আজ হলদীঘাটের পুনরভিনয়।
সাথে সাথে দেশের ডাকে
মিলেছে নাই মরণ ভয় ॥
এক প্রতাপের আত্মা আসি কোটী প্রতাপে,
স্তব্ধ করে দেয় অরিরে স্ব স্ব প্রতাপে,
অমর প্রতাপ-পুত্র-বাদল
করবো হেলায় রণ বিজয় ॥
সেনাপতি আরউইনের আদেশ লয়ে শিরে,
যোদ্ধা তে, পেতি চালান সমর মেদিনীপুরে,
তাঁর অত্যাচারে লজ্জায় ময়ে
তাইমুর নাদিরের কীর্ত্তিস ॥

(২৪শা বৈশাখ, ১৩৩৭ সাল)

ARCHIVES OF INDIA NATIONAL

(৯৯)

যেমন আছ তেমি থাকো নড়ো না একটি পা।
নীলরক্ত আর ওদের পায়বে না আর দিস্তে ঘা ॥
তোরা তেত্রিশ কোটি ভাই—
ক'জনকে ধরবে ওরা
কোথায় দিবে ঠাঁই,
তোরা পেছু হাটিস না তোরা কথা ক'সনা,
নীরবে এ সময় যাত্রা নীরবে এর সমাধা ॥
ওদের উজীব শিরস্ত্রাণ—
তোদের টিক হাওয়ায় নড়ে
করবে ভূমি অবসান,
তারা উঠবেনা ফিরে সাজবে না শোভা ভরে
ওরা লজ্জায় হবে অধোবদন হাসবে বসুধা।
শুধু রাখিস মনে ভাই—
কীরোদ মহন করে তোদের
লক্ষ্মী আসা চাই,
অসুর ওরা অসুর বলে দেবের প্রাপ্য লুঠতে এলো,
বর্ম থেকে শক্তি নেমে সে আক্রমণে দিবে বাধা ॥

(২৫শা বৈশাখ, ১৩৩৭)

———

(১০০)

তবেছি গান্ধীজী অন্তরীণে আবার !
এই যে ঘরে ঘরে, কিসা বিচারে ওরা করবে কার্য্য সিদ্ধ ;
ছাড়িস ভাইত সে দিন যত লাট বাজার,
বেটী কেশা সবই বড় বড় ছিল গুহায়,

গভীর শোকে মনের দুঃখে থাকি অনাহারে
মৃতকল্প শক্তিকে দেশ করেছিল প্রবুদ্ধ।
সঙ্ঘবদ্ধ প্রজাপুঞ্জ শক্তিহারা ভারতের,
নিষ্ক্রিয় প্রতিবাদ করে ইংরাজের ঘোর অন্যায়ের,
প্রাণ কভু নাহি মানে মৃত্যু-বাধা কামানের,
জড়শক্তি সংঘর্ষে আজ আত্মা উদ্বুদ্ধ।
কি করিবে বেতদেশর লাঠির গুঁতো দিয়ে,
কি করিবে মেসিনগানে গোলাগুলি নিয়ে,
থাকবে পড়ে কামান বন্দুক,-গুলি বারুদ টোটার সিন্দুক,
যাবে চলে মুক্তিপথে আত্মা নিত্য বিশুদ্ধ॥

——— (২৭শা বৈশাখ, ১৩৩৭ সাল)

(১০১)

তোদের কর্ম্মনদীতে তুফান হয়েছে।
সামলে চল তরুণের দল মরা গাঙে বাণ ডেকেছে॥
তুফান হয়েছে—
এবার বুঝে চালাও না
দেখো যেন তরী ডোবেনা
মাঝ দরিয়ায় ডুবলে তরী সাধনা মিছে॥
তুফান হয়েছে—
পবন কহিছে ওই
নদী নাচে থেই থেই
কোথা গেলে পাবে খই ধির কি আছে।
তুফান বেড়েছে—
পলুই ভরা যাত্রী বলে
অহিংস-পালে তরী চলে
উল্টো হাওয়ার মাতামাতি সেথায় দড়ি সাথ কাছে।
তুফান হয়েছে—

(৩০শা বৈশাখ, ১৩৩৭ সাল)

(১০২)

কাঁচা মাথা 'পরে হবে শাস্ত্রীর আদেশ।
স্বাধীনতা যাবে ঘুরে স্বাধীন হবে দেশ॥
জেনো স্থির এ আন্দোলন হবে না ব্যর্থ,
তোমরা খুঁলে না কেউ নীচ ক্ষুদ্র স্বার্থ,
বাজিছে বিষাণ শোন জেগেছে মহেশ।
ইংরাজের অস্ত্র হেয় হতেছে মলিন,
হাতের অস্ত্র হাতে রবে চিরদিন,
গর্জ্জিবে না আগ্নেয়াস্ত্র এই তার শেষ॥
অন্তিমে যদিতে হবে সত্য যদি বাণী,
স্বরাজ-সংগ্রামে কেন হও পশ্চাদ্‌গামী,
অমৃত সন্ধানে চল ভাবিয়া ভবেশ॥
কিসের গণিবা ক্ষতি ললাটে তোমার
ভারতের শুভদিন আগত এবার
তাহে তপস্যা তাই হয়েছে উদ্দেশ॥

(১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭ সাল)

---

(১০৩)

সময় সাগেনা ইংরাজ অস্ত্রহীন সনে।
অহিংসা দিয়ে দেখ তার শিক্ষা কত রণে॥
বীরজাতি বীরনীতি ভয়ে না লঙ্ঘন,
তোমরা যদি না ফেল ন্যায়ের শাসন,
অন্যায়ে বিরিয়াছে নিশ্চয় পতন
হয়েছে সমিবার এখন সংগ্রামে॥
স্বাধীনতা অর্জ্জিতে ভারতসন্তান
কেন তবে হীন হীন যেন শোকে ম্রিয়মান,

কোনো ক্ষতি করে নাই কেন হে কামান
গোলাগুলি দিয়ে রোধ পথ অকারণে ॥
এতোদিন বসিয়াছ শিবিরে পশে
ক্ষুদ্র শিবীলিকা সম মাতি অহমেদে,
এখনো মেটেনি সাধ বাজ পড়ুক মাথে,
ক্ষমা কর ভগবান পরপীড়কগণে ॥

(৮ই বৈশাখ, ১৩৩৭ সাল)

ভেঙে ফেল মা কাঁচের কুলি বেলোয়ারী চুড়ি।
এখনো মা রাখতে তারে বলল কর নোলক নাড়ি ॥
ছেলেরা তোর যাচ্ছে জেলে, মার খেতেছে অবহেলে,
মরণপথে এগিয়ে চলে দেখনা চোখের খুলো ঝাড়ি ॥
সোনা চাঁদির দেশের নারী সাধ কেন তোর কুটার দিকে,
বিদেশীরই উপর চিকণ কলতুর চাক চলিছে,
ক্রেপের কিতা মাথার কাঁটা খোপায় আলে মুক্তার ঝুরি,
দেখছো যত সব বিলাতী পণ্যের আর নাওনা ছাড়ি।
ফুলরাণী বনরাণী আজ কেন গো উলের ফুলে
পিয়াস তব, আবার সাজ গোলাপ বেলা চাঁপা ফুলে,
এসেন্স আটো পমেড রোজেড পাউডারের ঐ খোঁচাগুলো
ভেঙে ফেল সব আর কিনোনা কুলোনা আর খদর সাড়ী।

(১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭ সাল)

---

(১০৫)

মুষ্টিমেয় ইংরাজ-বণিক চালায় ভারত রাজত্ব।
তেত্রিশ কোটী ভারতবাসী পেয়েছে কি ক্লীবত্ব ??
ওরা যেমন নাচায় তেমনি নাচে,
মারলে মরে বাঁচায় বাঁচে,
স্পষ্ট কথা বলতেও তার জিহ্বায় আসে জড়ত্ব ॥
তোরা দেখনা চেয়ে কোথায় এসে,
দাঁড়িয়েছিসরে অবশেষে —
আর কিছুদিন থাকলে এমন নষ্টবিষে পঞ্চত্ব ॥

(১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭ সাল)

———

(১০৬)

মরম আজি কইবে কথা গোপন ব্যথা
মুছবে যত।
ঝি গলে মন মালতীর মালা গেঁথে
মনোমত ॥
ওরে শত অত্যাচার (ওদের) কঠোর শাসন,
পায়ে তখন খুঁজবে মাথা করণ গাঁথা
গাইবে কত।
আমার বিনে রক্ত করবে শত খরাস-ছেরুরে
তবে নির্জ্জলা বর্ব্বরতা সারবে প্রাণের
পঙ্গুতা কত ॥

(১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭ সাল)

———

এ নব প্রভাতে কে আছ ঘুমেতে
অলস-বিলাসে মগন।
অমানিশি গতে ওই যে প্রাচীতে
হাসিছে তরুণ তপন।
জ্যোতির্ময় ওই নবীন অতিথি
এসেছেন লয়ে নবীন ভারতী—
প্রাসাদে কুটীরে পূজ সমভাবে
সাজায়ে কুসুম চন্দন॥
জাগিছে কল্যাণী জননী-ভগিনী
তব পুত্রকন্যা নয়নের মণি
সকলে বন্দিছে সকলে পূজিছে
কি ঘুমে তুমি অচেতন॥
জাগো গৃহস্বামী ঘুমাওনা আর
আঁখি মেলি যারে হের চারি ধার
সবাই জাগ্রত নব কর্ম্মে রত
করিয়া জীবন-মরণ পণ॥

(২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭ সাল)

পথ দেখাইয়া এসে চল তুমি
আমি তো পথ চিনি না!
আঁধার বিথিতে ভাবিল প্রাতর
বিফল আকাশ বিজনা॥
যদি ক্লান্তিবশে ক্লান্ত পদযুগ
বিশ্রাম চাহে দিও না,

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

তব কলুষিত উদর আলোচি
সম্মুখে রাখিতে ভুলোনা ॥
দম্ভ-অহঙ্কারী-চৌর-বঞ্চকারী
বিলাস-মগনা ললনা,
ছলনা করিলে ত্যাগমন্ত্রবলে
দলিতে শকতি দাওনা ॥
কত অত্যাচারী কত অনাচারী
বাধা দিবে করি হাড়না,
সকলি সহিতে বল দাও চিতে
(কর) অহিংসপথে চালনা ॥
(২৫শে বৈশাখ, ১৩৩৭ সাল

---

(১০৯)

আমি পথ ভুলে এসেছি
পথ হারাইয়া বিপথে আসিয়া—
বন বনমাঝে ঢুকেছি ॥
ওই যে দাঁড়ায়ে শাম বনস্পতি
ফল ফুলে ভরা উচ্চ শির অতি,
হায় নিম্নতলে বাপদ সঙ্কুলে
করে যা' মন্ত্রণা বুঝেছি ॥
ভ্রমেও তাপস করি আশ্রয়
পলাতি ওরে সদা করে ভয়,
সত্যাগ্রহী বটে আসি' হিংসাপথে
স্বথাত সলিলে ডুবেছি ॥
কোথা হে তাপস স্নেহ পদাশ্রয়,
শিক্ষাদীক্ষা তব ত্যাগ মন্ত্রময়
ফুল্ল হইবে তুমি দেখা দিলে
সহজে মরণ জেনেছি ॥
(২৫শে বৈশাখ, ১৩৩৭ সাল

(১১০)

মুক্ত কর রাজবন্দীদের চিনে চল আপন জন।
স্বাধীনতা দিতে বলে ইংল্যাণ্ডের ওই শ্রমিকগণ॥
স্বাধীন দেশের মুক্ত হাওয়ায় মুক্ত যাদের প্রাণ,
সহিতে না পারে তারা কোনো দেশের অপমান,
তাইত তাদের চিত্ত উপদেশ দিচ্ছে তারা অশেষবিশেষ,
স্পষ্ট কথায় বলছে তারা ছেড়ে না যেতে নিজের হাল॥
অধীন দেশের প্রভুদের প্রাণ শয়তানের চির অধীন,
স্বাধীন দেশের মুক্ত প্রাণের তুলনায় হা' অনেক হীন,
মানুষের শুভ বিবর্জ্জিত শয়তান করে ভোগ রাজত্ব,
তাইতো হেরি ভারতশাসক কুক্ত ছাড়া নয় সরল॥
তোমরা ভাব তোমরা রাজা স্বাধীন বৃটিশ সিংহরাজ,
ভারত শাসক ইংরাজরাজের রাজা হচ্ছেন শয়তানরাজ,
স্বাধীন বলে কোরনা অহং পর তোমার নিজের দেশে,
তোমরি ভাই বলছে তোমায় দয়ী নাই যেতে রসাতল॥

১৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭ সাল)

---

(১১১)

ডালা ভরে দিবে ওরা সাইমনী মাকাল।
মডারেটর মিটাবে ক্ষুধা হাসিতে ভরিবে গাল॥
বড় আশায় রঙ্গিন নেশায় শেষ খেয়ালে মেলাদ খাবাল,
তাদবে যখন নেশার চমক দেখবে সামনে ঘোর মহাকাল।
বিপদ তোদের শিয়রে ঐ নয়ে মুক্ত আঁখির রংমশাল,
জ্বালবে অনল ফলবেরে ফল ধাকবি ছেয়ে বেয়ে কপাল।

(২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭ সাল)

---

(১১২)

বড় আশা ছিল অন্তরে গো।
সাধ না মিটিতে আশা না ফুরাতে
আলোক আঁধারে মিশিল গো ॥
গভীর গরজনে কাঁপিল মেদিনী—
বজ্র উঠিল গো বিশ্ববিনাশিনী—
সঙ্কল সমরে খেলিতে দামিনী
না জানি অশনি কখন পড়ে গো ॥
পথভোলা পথিক যেয়োনা ও পথে
এসো ফিরে সখা অহিংসার পথে,
গেলে হে বিপথে নারিবে ফিরিতে,
বৃথা হয়ে তব সাধনা সব গো ॥

(১২ই আষাঢ়, ১৩৩৭ সাল)

———

(১১৩)

চাকা দিয়ে চাই হে মোরা
ষোল আনা স্বাধীনতা।
তার কি শুনে ঔপনিবেশিক
একটুখানি রফার কথা ॥
বর্জন আন্দোলন চালাও জোরে,
বিলাতে মাল পচুক ঘরে—
কেউ কিনো না কাপড়-পোষাক
ধান বিলাতী জুতো-ছাতা ॥
ব্যবসা করে বৃদ্ধি বল,
রাজনীতিতে তাইতে বল,
ব্যবসা যদি তাদের পায়
দূর হবে তার বর্বরতা।

(১৪ই আষাঢ়, ১৩৩৭ সাল)

ARCHIVES OF INDIA NATIONAL

বন্দেমাতরম্

রবীন্দ্র-সঙ্গীত

ষষ্ঠ

সুন্দর মনো মন্দির তব উজল হে ক উজল রে !
জাগ্রত চির জাগ্রত তব অন্তরে হোক অন্তরে !!
তব পূজা আগিবায় —
যত ভক্তের মালা গলে
কে এসে দাঁড়ায়,
নয়ন মেলে রূপ দেখে নে ডাক দেখি রে ভক্তিভরে ॥
অসুরের তীব্র তাড়নায়—
স্বর্গভ্রষ্ট দেবগণ
আসিয়া ধরায়,
মাতৃপূজায় শক্তি লভি' স্বর্গ পেয়েছিল ফিরে ॥
সার্থক হোক সাধনা,
দুষ্টদলনী অসুরনাশিনী
ভৈরবী তীব্রা ভীষণা —
আসি' নাশিবে ত্রাস ভরে সকল বাঁধন ছিঁড়িয়াবে ॥

(৯ই চৈত্র, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ)

— — —

ARCHIVES OF INDIA NATIONAL

(১১৫)

কচি খুকীর এখনো সাধ পরতে হাতে রেশমী চুড়ি।
বুড়ি হ'তে বল বেরী কি আর বয়স যখন:শেষে হুড়ি॥
শাঁখের শাঁখায় মন উঠে না, হাতির দাঁতেও চোখ রোচে না,
চাইত সেই রং বেরংয়ের রকম রকম চিত্র চুড়ি॥
শুনে বিদেশীর বিলাস-বাঁশী, প্রাণ যে বিভোর মন উদাসী,
সৌখিনতায় সে শঙ্খ কাঁসি কঠিন হয়ে কেন হিঁড়ি॥
বিলাস সামগ্রী ওদের তৈরী, কঙ্কন পরে ওদের নারী,
দেখেও যে হায় চোখ ফুটেনা ধিক্ তোমারে যদুনারী॥

(৩০শা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ সাল)

---

(১১৬)

আমি ক্ষেত খামারে সোণা ফলাব ধাবনা আর চাকরীতে।
কলম পিষে আমুণ কড়া, ধরবো লাঙ্গল সেই হাতে॥
কলমের তাতে পেট ভরে না লাঙ্গল কেমন দেখবো এবার,
দেখবো না আর রহিন স্বপন বসে টানা পাখার নীচে॥
শীতাতপে করবো না ভয় রৌদ্র বৃষ্টি মাথবো মাথে,
তোমায় বেঁধে তাই এর সাথে বাঁধিয়ে আশা দুই হাতে॥
পিতার বৃত্তি হীন বলে যে ভুল করেছি বুঝেছি তা,
আমি ফিরেছি ফের সকলে ফেরেনা তাই সেথা এই পথে॥

(৮ই আষাঢ়, ১৩৩১ সাল)

---

(১১৭)

সাইমন দিয়াছে তোদের ঘোলা পুরবীর।
ভাবনা এবার মাথায় তুলে পালিস যদি সে উপহার।

শোষক শাসক নয় আপনার—দেখে ঠকে শিখলি না,
মরু-আঁধার ঘনিয়ে আসে কবে রে বল শিখবি আয়।
স্বাধীনতা-রত্নলাভ হিংসায় কিবে মিলে কভু,
পায়ে ধরে বলছি তোদের যুধি রে বাণী মহাত্মার।
দেখবি কত সাইমন এসে তোদের দ্বারে ধন্না দেবে,
দিবে ধরা সে আপনি এসে চাচ্ছিস অকুণ্ঠিত বার॥

(১৮ই আষাঢ়, সন ১৩৩৭ সাল)

— — —

(১১৮)

বল ভাই বন্দেমাতরম্।
মিলেছি চার কোটী মোরা একতায় বেঁধেছি মন॥
দুর্ব্বল বলে বঙ্গবাসী নাই কোথাও তার স্থান,
তাইত ওরা নিধন তাদের করেছে চরম॥
আর থেকনা বিলাসমোহে,
ফিরে এসো আপন গেহে,
কুটীরশিরে ক্ষেত-খামারে—
লভিবি সুখ শান্তি পরম।
যেতে হ'বে না আর চাকরীর তরে
লাঞ্ছিত মস্তক শির কোন্দল ন'য়ে ন'য়ে,
কোদাল লাঙ্গল বলদ সম্বল
উন্নতি তার করবে চরম॥
লোক দেখান মানের বোঝা
নামিয়ে এসো ফেলছি সোজা
লক্ষ্মীর বরপুত্র যদি
হবিরে পাল পিতার ধরম॥

(২০শে আষাঢ়, ১৩৩৭ সাল)

— — —

(১১২)

কেন চাঁদের হাসি এমন ?
তোমারি করুণা-স্নিগ্ধ-বারি ঝরনা কেন বহে ॥
তোমারি অমিয়া হৃদয়-মুকুল
গন্ধ-চন্দন বিলাহি ফুলুল
মানস-সরসী নৈবেদ্যের থালি
করিয়াছি সমর্পণ ।
করেছি সকলি শূন্য—
কি আছে আমার কি দিব তোমারে
প্রাণভরা দুঃখ দৈন্য,
আঁখিজল স্নেহে শুকাইয়া পথে,
সংশয়-বিধা-দ্বন্দ্ব তার সাথে,
ঠেলোনা চরণে এমোহে ভারতে
দেবতা চির আকিঞ্চন ॥
(২রা শ্রাবণ, সন ১৩৩৭ সাল)

---

(১২০)

তোদের কেন খামায়ে সোণা ফলে
কেলে কোথা যাস রে কেপা ?
সোণামধানার ডিবরি পেয়ে কি
চুকলো আধার তোমরা পোকা ॥
তোদের বাপদ,' ওরে ওই দেউলেতে
ধোল-ছুরোৎসব-ধাম-পুলিতে
আছিস স্নেহেন সুখ শান্তিতে
অভাব কি তা' জানতেন না ॥

চলছো চরকা দিবারাত্তি,
দোরে বাঁধা হিল হাতী,
দুধের নদীতে বাণ ডাকত
পাথনা হেসা ছটাক মাপা ॥
কেরোসিন মার তড়িৎ আলোর
করিস হেলা কতই কদর,
খেয়ে বসেছিস চোখের-মাথা
দিয়েছিস তাই চশমা ঢাকা ॥
হাতে মাজিস ক্রশ পাউডার দিয়ে,
বাঁধাতে হয় তাই পাথর দিয়ে,
তাদের নিদেন একশে বছর
থাকত চক্ষু দন্ত পাকা ॥
তোরা এখন হয়েছিস বাবু,
তাইত দেখি বেজায় কাবু,
চাকরির নামে লাফিয়ে ওঠ
চাষের নামে গায় কাঁটা ॥
চাকরী ছেড়ে আপন ঘরে
আয়রে যাদু আয়রে ফিরে,
চাকরির নামে আর ঘরে-বাইরে-
যে করেছে দফা রফা ॥

(২৯শা শ্রাবণ, ১৩২৭ সাল)

প্রজার দুঃখের নাই অবধি যেথায় রাজা ব্যবসাদার।
সুখে তাদের ছাই পড়েছে বেঁচে থাকা বিষম ভার ॥
ব্যবসায় তারা করে শোষণ,
প্রজার ঘরের রক্ত-কাঞ্চন,

থাক শত কাজ যদি যায়
যোগাই হয়ে সাথের সাথী ॥
হাতের তালে থাকার চালে
মন ছুটেছে সৌখিন পালে,
ছেড়ে দূর বেড়ে ফেলে
বিলাস রসে বিলাস সভায়।
জানাতে হাত ছাড়া থাকে না,
যন্ত্রের মধু ও কাঠে থাকা।
তৃপ্তিতে কর যন্ত্রে
ব্যবসাদারী কি চমৎকার ॥
(৩০শে শ্রাবণ, সন ১৩৩৭ সাল)

---

(১১২)

দেশের কোথা নে কোন্ বেদনায় যাতে গো—
যদি শাসি' কলি বাণী আগমতোপা সুরে গো
নির্জিত কোন্ অত্যের অত্যন্ত প্রদেশের
পুরীভূত প্রপাত কাদিয়া সঞ্চিত যত বরষের
আলোকণার পুণ্য পরশে আপনাহারা হইয়া গো—
মুঞ্চি' পড়ে মরমে তর্পণ যাচায়ে গো ॥
শত নদিছে মরমে চরণে জীবন পুণ্য প্রবণ,
অযোধে বহিছে শান্তির ধারা মরমে মরমে আলিঙ্গন,
প্রণয়-মন্ত্র-আবাহিনী বার্তার অবমন্ত্রিত গো—
বন্দিত হিয়ায় পরতে পরতে নন্দিত তারি রাগিণী গো ॥
(৩১শে শ্রাবণ, সন ১৩৩৭ সাল)

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(৮৭)

(১২৩)

তনু-প্রাণধন কর সমর্পণ
জননী জন্মভূমির কল্যাণে।
শত আর্ত্তনাদ শত হাহাকার
উঠে চারিধার শুনহে শ্রবণে॥
ক্ষুধিতের ক্ষুধা তৃষিতের তৃষা
ব্যথিতের ব্যথা মুছা'তে যতনে,
নাহি যদি পার নরাকারে নর
নহ হে তোমরা সব পশুসনে॥
দেবতাবাঞ্ছিত নরদেহ পেয়ে,
পর পদাঘাত চিরদিন স'য়ে,
কেন বেঁচে আছ রক্তহীন দেহে
লভিছ কি সুখ বল হে মরণে॥
নবীন জগৎ দেখিয়া তোমারে,
করতালি দিয়ে উপহাস করে,
ধিক্ ধিক্ তোমা এও সহ্য করে
হয় বেঁচে আছ ধিক হে জীবনে॥

(৩১শে ভাদ্র, সন ১৩৩৭ সাল)

---

(১২৪)

আয় চলে আয় আপন ভোলা
মরণজয়ী বীর বাঙ্গালী।
মায়ের ডাকে দিগুণে মাতা,
কার গানে আজ বল তরাণি॥
কে আছে তোর মা ছাড়া বল,
এ মাটি ছাড়া কি আছে সকল,
মাটির মায়া স্বর্গের ছায়া
ভুলে রয়েছিস আজ কাঙ্গালী॥

ARCHIVES OF INDIA
NATIONAL

সত্যের লাগিয়া যে বীর বাঙালী
কভু না ভয়িত দিতে প্রাণ ডালি,
পদ শিলা ধরি' পরামর্শে বরি'
গেলে রসাতলে নিজ শিক্ষা ভুলি'॥
ছিল সত্য তব জীবনের ব্রতা
শিক্ষানীকাদানময়া দেহশোভা
দিতিস নাশিতে ধর্ম্মের গ্লানি—
হাসিমুখে তোরা আত্মবলি॥

——— (২রা আশ্বিন, সন ১৩৩৭ সাল)

(১২৫)

সত্যের শৃঙ্খলে যদি বেঁধেছ পরাণ,—
হতাশায় কেন হবে হও ম্রিয়মান।
গৃহসুখ মায়াময়
অনিত্য বাসনাচয়
চরণে দলিতে হবে মান অপমান।
অতীতের তোপছবি
বেদনায় উঠে জাগি
কষাঘাতে স্বপ্নরাজি কর অবসান॥
এতোদূর অগ্রসর
হয়ে কেন সুধীবর
আঁখি জলে বৃথা আজি হও ভাসমান।
অলীক বিষয় আশা
ত্যজ সব ধন-তৃষা
ত্যাগমন্ত্রবলে বাঁধ স্বরাজ-সোপান॥

——— (২০শে আশ্বিন, সন ১৩৩৭ সাল)

(১২৬)

আয় মৃণ্ডিত শ্রাদ্ধবাসীগণ
নয়ন মেলিয়া হের নিজ বেশ।
কোথা ছিলে তুমি এলে কোথায়
যাবে কোথা পুন তাব হে বিশেষ॥

ARCHIVES OF INDIA NATIONAL

তোমার সমৃদ্ধি কে নিল কাড়িয়া,
তোমার গৌরব কে দিল মুছিয়া,
ধনতারে কেন প্রপীড়িত তুমি
ভাব হবে তব জ্ঞানের উন্মেষ ॥
পল্লী তব আজি শ্রীহীন শ্মশান,
হাহাকার ধ্বনি উঠে অবিরাম,
মলিনতা দূর করহে ধীমান
করিবেন তব শুভ প্রবেশ।
ভাঙ্গা ঘরে নব আলোক উজান,
বহে জেগে দেখ কেন মুহ্যমান,
দিন যাবে দিন রবেনা সমান
হবে হে স্বাধীন তোমাদের দেশ ॥
——— (৫ই কার্ত্তিক, সন ১৩৩৬ সাল)

(১২৭)

মানের তরে নকরী করে বিনা বেতনে বাঙ্গালী।
কিল খাবি সে থাকনা বিত্ত তবুতো সে মান কাঙ্গালী
অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটের, প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েতের,
কুলের কথা কইতে গেলে মুখে পড়ে চুণ কালি ॥
ঘরের খেয়ে পরের মোষা, বইতে যাওয়া খুবই সোজা,
কাজের বেলা দেদার মজা, ফলের বেলা শাপ গালি ॥
আর কেন হে কোঁপরা মানের গর্ব্ব বেশীর বড়াই কর,
দূর করে দাও ও সব জঞ্জাল মুছে ফেল মনের কালি ॥
ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে কবে শেষে আপশোষ,
বেগারিতে দিন কাটালে অবসান যে হলো বেলি ॥
আসল কাজে মন দাও ভাই, জীবন তোমার কর্ম্মচারী,
দেশের অভাব ঘুচাও দেশে মিটাও গ্রামের কলাকলি ॥
——— (৬ই কার্ত্তিক, সন ১৩৩৭ সাল

(১০৮)

তোমা সে পরিচয় মানুষ বলে।
ছাগ শিশু সম কাঁদি সংসারে কেন

পিছুনিচুর ভয় ভয় দেখা'লে ॥
ওরা মানুষ হেরাও মানুষ
নয়তো তোরা মেষের ছেলে,
ওরে কেন সে ঘরের কোণে
লুকাস খোসা গুলি দেখিলে ॥
সাদা জাতির দু'হাত দু'পা
নাইতো ওদের বেশী কিছু,
তবে ওদের দেখে কেন রে
থাকিস পড়ে সবার পিছু,
বুক ফুলিয়ে দাঁড়া রে,
দেখুক জগৎ বিস্ময়েরে,
কাঁপছে ধরা যাদের ভারে
ওরাও মরে দিন ফুরালে ॥

(১৯শা কার্ত্তিক, সন ১৩৩৭ সাল)

———

(১২৯)

পথিক পথ ভুলে কোথা যাও !
চলি' বহুদূর হয়ে ভুল মন আত্মহারা নাহি হও ॥
কেহ নাহি পারে চলিয়া ও পথে
পশিয়া জ্ঞানে সহজে রহিতে,
অহিংস বাঁধনে বাঁধ প্রাণপণে রিপুকে নাহি হানাও ॥
পথ ভুলে কোথা যাও—
যে পথ যেখানে মহাত্মা আবদ্ধ,
বিনা সেই পথ না হবে সিদ্ধ
স্বরাজ কামনা, যুগের সাধনা তা'কি কেন ব্যর্থ পাও ॥
পথ ভুলে কোথা যাও—

——— (৩০শা কার্ত্তিক, ১৩৩৭ সাল)

(১৩০)

অসত্যের ভাব থাকতে পুরুষ রূপে সাজাল কে !
ভাব দেখি হে ভাবুক সুজন বুঝিও না আর বেশে বেশে ॥

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ইতিহাসের পৃষ্ঠা দেখ শত শত সাক্ষ্য দিয়া
কত কীর্ত্তি পড়েছে গো পুণ্য অতীতে চলিয়া
কে করেছে সংখ্যা কত, কেউ রয়েছে অনাদৃত
পরিচয় যার রক্ত রেখায় অঙ্কিত কলঙ্কে।
ভারত নবীন কুসুম কত
ঝরে গেছে যে অনাঘ্রাত,
গন্ধটুকু আজিও যার বিশ্ব-রত্নাগারে
রেখেছে গো আকুল করি' ধরাবাসীকে ॥
শোণিত ক্রীড়ার দিন অবসান,
স্বরাজ-সমর তারই প্রমাণ
সারা বিশ্বে একই প্রশ্ন ইক্ষু রক্ত অশ্রুর
কেন হবে রণভূমি অনন্ত গোলকে ॥
যার যা' তা' থাকবে পড়ে
নেবেনা কেউ জোরে কেড়ে
ন্যায়-ধর্ম্ম-সত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলে
পূর্ণ শান্তি করবে বিরাজ ধরণীর বুকে ॥

(১লা অগ্রহায়ণ, সন ১৩৩৭ সাল)

(১৩১)

কি নিয়ে এসেছ ফিরে ফাকিয়ে গিয়ে সাগর পারে !
আননোনাতো সীতার সংবাদ এলে শুধু মুখে পুড়ে ।
হেথায় রাম আকুল শোকে, ছিন্ন ভিন্ন মনের দুঃখে,
অবসন্ন দেহ স্নিগ্ধ সীতার বদন না হেরে ॥
শত শত বীর পুত্র করেন সাধনা,
নির্ব্বাসিতা জননীকে ফিরাইতে কামনা,
মহারাজা এ মহাহবে রয়েছেন পুরোভাগে,
তাঁর আজ্ঞা লভি গিয়ে ফিরে এসে ফিরে ॥
রামভক্ত গান্ধী বীর জানেন সব ভবিষ্যৎ,
পরমৃষ্টি তোমাদের কি বুঝিবে সবসৎ,
অহর্নিশ সত্য আসে আবর্ত্তিত লাগিবে যে,
পর প্রমাদে সীতা লাভ অসম্ভব এ সংসারে ॥

(২রা অগ্রহায়ণ, সন ১৩৩৭ সাল)

ARCHIVES OF INDIA
NATIONAL

(১৩২)

নয় মাইমন যেমন তেমন
কথার কেমন মূল্য আছে !
দেখলে এবার নয় একবার
(যদ) আর কি দেখার বাকী আছে ??
ওরা শুধুই ফাঁকিবাজ—
তোদের কভু দেবে না স্বরাজ,
মিছি কথায় ভাইতো পাথায়
তাতেই উদয় ভরিয়েছে ।
হয় তোরা ভাই বেজায় বোকা,
নয়তো বলি নেহাৎ নেকা,
গোল টেবিলে নয়ে গিয়ে ভাই
(কেমন) অষ্টরম্ভা দেখিয়েছে ॥
পরের পয়সায় দেখলে বিলাত,
কেন আর যার কপালে হাত,
লোকে দেখায় চং রাখ ভাই
ঢের ঢের সং দেখা গেছে ॥

——— (৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭ সাল

(১৫৩)

ঝড় লেগেছে গায় ।
নূতন তরী নূতন পালে সামলে রাখা বিষম দায় ।
ছুটছে তরী তীরের বেগে,
পারছে না তায় রাখতে বাগে
কূল ভেঙে হে কাণ্ডারি বুঝি অকূলে পথ হারায় ॥
ঝড় লেগেছে গায়—
বায়ুবিরাম আর মেপেছে,
কূল কিনারা ভুলে গেছে,
কূল কোথা যে তুলবো কূলে ভেসে চল দরিয়ায় ॥
ঝড় লেগেছে গায়—

(৭ই অগ্রহায়ণ, সন ১৩৩৭ সাল)

ARCHIVES OF INDIA
NATIONAL

(১৩৪)

পথিক কে পথ হারিয়েছে ?

রাঙ্গা রবি ডুবু ডুবু বনে বনে ঘুরিতেছ ?
এসো এসো দূরাগত পথহারা ভ্রান্তচিত
এসো চলে কুটীরে মোর কেন ক্লেশ সহিতেছ !!
আর্য্যজাতির বীরকীর্ত্তির স্মৃতি-মন্দিরে,
সন্ধ্যদীপ দিতে আছি এই কুটীরে,
মুক্ত দ্বার পাছ তরে এসো কিবা ভাবিতেছ !!
বিপথে ঘুরিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বিপদে পড়িবে যে,
শান্ত হবে সে দূর অতীতের পুণ্য গীতা শুনিলে,
সঙ্কুচিত হেরি কেন কার পানে চেয়ে আছ !!
কি কাজে আসিয়ে পথহারা হয়ে হয়েছ বিমনা হে,
নামি অন্ধ নিশি ঘিরিতেছে দিশি অচেনা অজানা হে,
শোন ওহে নবাগত স্থির কর তব চিত,
আরতির শঙ্খ বাজে কেন আর অপেক্ষিছ !!

(৭ই অগ্রহায়ণ, সন ১৩৩৭ সাল)

---

(১৩৫)

তুমি হবে কা'রা বরি, মদনমোহন
কে জানিত আগে বল না ?
তোমাদের হেন ত্যাগের আদর্শে
ফলিছে কি ফল দেখ না ॥
ব্যারোক্রেশির ক্রুর মন্ত্রনীতি ছলে
ছিলে বহুদিন আপনারে ভুলে
অহিংসনীতির পরশে আসিলে
করিতে বাহিনী চালনা ॥
মহাত্মা প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে
বর্জ্জনআন্দোলন জোরে চালাইয়ে
বৃটিশের শক্তি খর্ব্ব করিয়ে
আনিলে 'স্বরাজ সূচনা ॥

কুসংস্কারের স্বরূপ চিনে লে
(তোমার) তাদিকে দেখিয়া দেওয়ার সকলে
কারাগারে দিলে যে-আইনী-আইন বলে
ওগো কুলীন মহাশয় ॥
(৮ই অগ্রহায়ণ, সন ১৩৩১ সাল)

---

(১৩৬)

তোমরা পল্লীগঠন কর—আগে পল্লীগঠন কর।
নিজের পল্লী যা গড়তে পার গলায় ডুবে মর ॥
পল্লীগঠন কর।

বাংলার প্রাণ আছে পড়ে অজ পল্লীতে,
গাবে স্বরাজ যদি তারে পার জাগাতে,
আপন গড় গ্রামখানিকে তুলতে নাহি পার
বামন হয়ে চাঁদ ধরার সাধ মিছে কেন কর ॥
—পল্লীগঠন কর।

বাংলার একনিষ্ঠ কর্মী স্বরাজ প্রয়াসী,
আপন পল্লীর গঠন স্রোতে আনন্দে যাও ভাসি,
পল্লীবাটের শ্যামল ছায়ে, মিলে সবে ভায়ে ভায়ে,
ডেকে সারিগে [illegible] চরকামঙ্গল ধর ॥
—পল্লীগঠন কর ॥

ছোটর শিক্ষা বড়র হাতে তাই সমাজে দিনে রাতে,
ছোট ভাইদের মানুষ করে চেলা কর গড়ে নিতে,
সমাজের তরে যজ্ঞ বাঁধন, অর্থগৃধ্নুর কঠোর শাসন,
অস্পৃশ্যতার টুঁটি চেপে সকল দমন কর ॥
—পল্লীগঠন কর ॥
(১২ই অগ্রহায়ণ, সন ১৩৩১ সাল)

---

(১৩৭)

এসো দেশের অভাব ঘুচাতে।
দেশের টাকা যায় বিদেশে গরীবগুলো পায়না খেতে ॥

(১৫)

ধনী বণিক কলওয়ালা,—
জমিদারদল ওস্তরানওয়ালা,—
লুটেন যেমন বিলাত তেমন
বদ্ খেয়ালে দু'হাতে ॥
এসো দেশের অভাব ঘুচাতে—
এ দিকে দেশের মেরুদণ্ড চাষী মজুর দল,
কারা খেটে রোদে খেটে করে অন্ন সবল,
তাদের পেটের ভাত মেরে আর
ভেসোনা হে বিলাস স্রোতে।
এসো দেশে অভাব ঘুচাতে—

(৯ই পৌষ, ১৩৩৭ সাল)

———

(১৬)

ভয় কি তোমার ফাঁসি ?
মরণ যদি দেহের ধর্ম্ম বর তারে দেখিয়ে হাসি ॥
রোগে শোকে জ্বলে পুড়ে
সকল লোক মরতে পারে,
গর্ব্ব কি আর সে মরণে
ভাবছো কি ম্লান মুখে বসি' ॥
দেশ-মাতার পূজা যজ্ঞে তব আত্মাহুতি,
সার্থক হবে জন্ম তব কর্ম্ম দেশের প্রতি,
অনাবিল প্রেমানন্দে গাহ বীর নানা ছন্দে
বিশ্বপিতার করুণা গান গাও দিবানিশি ॥

——— (১৯শে ফাল্গুন, ১৩৩৭ সাল)

(১৭)

তোদের সে ডাক দিয়েছে
কে'ন্ সকালে আয়ি'।
বেলা হল চলে গেল
চুমি' অরুণ মণি ॥

ARCHIVES OF INDIA NATIONAL

কেউ গেলিনে, একলা সে যে
চলবে যত পথ,
কণক ধরা মুষ্টি ভরা
ভিক্ষা দিবে নাত,
হয়তো বা সে আসবে ফিরে
হারিয়ে খঞ্জরী ॥
ভিক্ত করে এলে ফিরে
মলিন সন্ধ্যায়,
পূজার ডালা কে সাজাবে
ঘন অমানিশায়,
পাবে মুক্তি সাথ যুক্তি
ভক্ত পূজারী ॥

——— (২২শে ফাল্গুন, ১৩৩৭ সাল)

(১৪০)

প্রপীড়িত ভারত চাহে তোমারে
এসো শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী।
ত্রাসে মেদিনী করিছে টলমল
অভয় দিতে ভারে এসো মুরারী ॥
নাশ হে কল্যাণ কলুষ-নিশীথে
হিন্দু-মুসলমান ভেদ-বিবাদে
একতা বন্ধনে বাঁধিয়া দু'জনে
স্বরাজ-আয়োজনে এসো কংসারী।
গোপিনী-মনহরা মূর্ত্তি চাহিনা তোমার,
চাহি মোরা কুরুক্ষেত্র রণ-মূলাধার
মূর্ত্তিখানি তব, কলুষ ভয়-কেশব,
ধরা মুক্ত কর সব তন্ত্র প্রচারি' ॥

——— (২৩শে ফাল্গুন, ১৩৩৭ সাল)

Printed by A. C. Maiti at the "Damodar Printing Works" at 104, Amherst Street, and published by the same at 208|2G, Cornwallis Street, Calcutta.